জাবি শিক্ষকের সাইকো উপাখ্যান

মহিউদ্দিন নিলয়

'নারীসঙ্গহীন নিরুৎসব জীবন তার ভালো লাগে না।' এই উক্তিটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প থেকে নেয়া। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখুর মতোই অবস্থা হয়েছে জাবির শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে ভিখু এবং তানভীর এই দুটি চরিত্রের মধ্যে যেন কোনো পার্থক্য নেই। তারা দু'জনই ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো দ্বারা তাড়িত।

তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী জাবির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ সীমাহীন। তবে, এসব অভিযোগের মূল বিষয় একই। আর তা হলো, তানভীর সিদ্দিকীর চারিত্রিক সমস্যা। শিক্ষক হিসেবে তার যোগ্যতা এবং দক্ষতা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে কোনো অনুযোগ বা অভিযোগ করছে না। শিক্ষার্থীদের দাবি তিনি একজন যৌন-নিপীড়ক। বিভিন্ন উপায়ে ছাত্রীদের যৌন-নিপীড়ন এবং ছাত্রদের হয়রানি করেন তিনি। তার অপসারণের দাবিতে জাবিতে চলছে মিছিল, স্লোগান, আন্দোলন। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে চলছে পূর্ণ অচলাবস্থা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছে প্রথম বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল। আন্দোলন দিনে দিনে ব্যাপকতর রূপ নিচ্ছে। প্রতিটি বিভাগ

অভিযুক্ত শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী

এবং হলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলন। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সরকার সমর্থিত ছাত্রদলই প্রথম একাত্মতার ঘোষণা দেয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মিছিল-মিটিং চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলো। ছাত্রলীগ এবং প্রগতিশীল ছাত্রজোটও আছে আন্দোলনে। চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে অভিযুক্ত শিক্ষককে। শিক্ষার্থীদের দাবি সাময়িক নয়, স্থায়ী অপসারণ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ৫ সদস্যের এই কমিটিতে সভাপতি হলেন ভিসি। কমিটি ১৫ দিনের সময় চেয়েছে তদন্ত কাজের জন্য। এদিকে শিক্ষার্থীরা ৭ দিনের আলটিমেটাম বেঁধে দিয়েছে। সেই অনুসারে কর্তৃপক্ষ ৪ তারিখ সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করেছে। ঐদিন শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এবং অভিযুক্তের ভাষ্য গ্রহণ করবে তদন্ত কমিটি। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রতি ব্যাচের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, তারা সবাই সাক্ষ্য দেবে তাদের দাবির পক্ষে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ৪ তারিখ সিদ্ধান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সিদ্ধান্ত না হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কিছুটা বিপাকে পড়বে। পুজোর ছুটির জন্য আন্দোলন থেমে যাবে। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছে, ৪ তারিখে অপসারণের সিদ্ধান্ত না দিলে তারা পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির দিকে যাবে।

তানভীর সিদ্দিকী এবং তার অপকর্ম

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ষষ্ঠ ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে তিনি ছিলেন নিগৃহীত। তার চারিত্রিক সমস্যার জন্য কেউ তাকে পছন্দ করতো না। ক্লাস করার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান করায় তিনি স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ছাত্রীকে অশোভন প্রস্তাব দিতেন। রাজি না হলে শিক্ষকদের কাছে তার নামে কুৎসা রটাতেন। অনেক সিনিয়র শিক্ষার্থী জানান, ছাত্রাবস্থায় তিনি বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষকদের স্নেহভাজন হওয়ার জন্য। পাস করার পর ৬ মাসের ইন্টার্নি এবং কিছুদিন পার্ট-টাইম শিক্ষকতা করেন সংশ্লিষ্ট

বিভাগে। এরপর দু'মাস আগে তিনি স্থায়ী নিয়োগ পান। স্থায়ী নিয়োগ পাওয়ার পরপরই তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেন। ছাত্র থাকাকালীন যেসব শিক্ষার্থী তার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে নানাভাবে হেয় করা শুরু করেন। প্রতিনিয়ত 'এফ' দেয়ার হুমকি দেন। এফ মানে গ্রেডিংয়ের সর্বনিম্ন ধাপ-ফেল। অনেককেই ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সাসপেন্ড করে নম্বর বঞ্চিত করেন। শিক্ষার্থীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাদের হুমকি দিয়ে জানান, কেউ তার কিছুই করতে পারবে না।

অভিযোগ ও আন্দোলন

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তানভীর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ লিখিতভাবে প্রক্টরের কাছে পেশ করেছে। শিক্ষার্থীদের দাবি, এসব অভিযোগ তার অপকর্মের সামান্য নমুনা মাত্র। তার বিরুদ্ধে

তানভীর সিদ্দিকীর কুশপুত্তলিকা দাহ করছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা

অভিযোগগুলোর কয়েকটি এরকম:

১. বিভাগের এক ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে যান শিক্ষকদের ব্যবহৃত ল্যাব রুমে। সেখানে ৩০ ব্যাচের এক ছাত্রের সঙ্গে তিনি না আসা পর্যন্ত বসে থাকার নির্দেশ দিয়ে দরজা লাগিয়ে চলে যান। ছাত্রীটিকে দেড় ঘণ্টা ধরে মানসিকভাবে নির্যাতন করে ছাত্রটি।

২. এক ছাত্রীকে তার নির্জন কক্ষে আসার নির্দেশ দেন। ছাত্রীটি তার এক সহপাঠীকে নিয়ে রুমে গেলে 'পাহারাদার' নিয়ে আসার অপরাধে রুম থেকে অপমান করে বের করে দেন।

৩. তার পছন্দের তিন ছাত্রীকে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নাচার নির্দেশ দেন। নাচ পারেনা বলে রাজি না হওয়ায় তাদের পরবর্তী ক্লাস সাসপেন্ড করেন।

৪. পিকনিকে গিয়ে এক ছাত্রীকে জোর করে তার হাতে খাইয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাকে 'এ' খাইয়ে দিলাম'। 'এ' হচ্ছে বিভাগের সর্বোচ্চ গ্রেড।

৫. প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যান হওয়ায় এক ছাত্রীকে হুমকি দেন 'তোমাকে আমি 'এফ' দেব।

৬. তার উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যাখ্যান হওয়ায় একটি ব্যাচের ১৭ জন শিক্ষার্থীকে তিনি দু'সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করেন।

এসব ছাড়াও জানা গেছে আরো অনেক অভিযোগ। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় অনেক ছাত্রী তাদের আকুতির কথা জানায়। সবগুলো অভিযোগ তানভীর সিদ্দিকীর যৌন উদ্দেশ্যকে ঘিরে। মেয়েদের ড্রেস, কসমেটিকসসহ ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করা তার স্বভাব। এছাড়া তিনি ক্লাসে বসেই অশ্লীল খিস্তি-খেউড় ব্যবহার করেন। মেয়েরা মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। মাত্র দু'মাসে তিনি অস্থির করে তুলেছেন শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীরা অসুস্থ পরিবেশ থেকে বাঁচতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন অসুস্থ শিক্ষকের স্থায়ী অপসারণ।

'kiss slowly, love deeply, Take chanches…' পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিচে এই উপদেশ দিয়েছেন তানভীর সিদ্দিকী। এই যদি হয় একজন শিক্ষকের উপদেশ, তাহলে তার আদেশের ধরন কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রক্রিয়াধীন। এই মুহূর্তে বিশেষ করে ৪ তারিখের আগে আমি কিছুই জানাতে পারছি

'৪ তারিখের সময়সীমা দিয়ে বরং অভিযুক্তকে সুবিধা করে দেয়া হচ্ছে'

অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান
উপাচার্য, জাবি

সাপ্তাহিক ২০০০ : অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান : শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সিন্ডিকেট মিটিং করেছি। প্রাথমিক তদন্ত কমিটি না করে চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে।

২০০০ : বর্তমানে বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে?

মুস্তাহিদুর রহমান : অভিযুক্ত শিক্ষককে ২ তারিখের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। ৪ তারিখ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনবে তদন্ত কমিটি। তারপর ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেবে। এতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

২০০০ : শিক্ষার্থীরা ৪ তারিখের আলটিমেটাম বেঁধে দিয়েছে। এরপর পুজোর ছুটির জন্য বিষয়টি চাপা পড়ে যেতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছে। ৪ তারিখে কি আপনারা কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারবেন?

মুস্তাহিদুর রহমান : এটা অসম্ভব ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের বাইরে আমরা কিছুই করতে পারবো না। ৪ তারিখ সিদ্ধান্ত দিলে সেটা নিয়মবহির্ভূত হবে। এতে করে অভিযুক্ত শিক্ষক হাইকোর্টে রিট করলে তিনি জিতে যাবেন। আমার তো মনে হয় ৪ তারিখের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বরং অভিযুক্তকে সুবিধা করে দেয়া হচ্ছে। পুজোর ছুটি বিষয়টিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিচার প্রক্রিয়া চলবে।

২০০০ : শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে আপনি তাদের হুমকি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

মুস্তাহিদুর রহমান : এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি ওদের হুমকি দিইনি। ৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। আমি ওদের অভিভাবক। বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ওরা যেভাবে বলছে, সেভাবে সুষ্ঠু বিচার সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষকের প্রতিনিধিও আছে।

না।' তার কোনো প্রতিক্রিয়া বা অভিযোগ অস্বীকারমূলক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলন নিয়ে কথা হয় জাবির ছাত্রদল সভাপতি পারভেজ মল্লিকের সঙ্গে। তিনি জানান, 'আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে আছি। তানভীর সিদ্দিকীকে স্থায়ী অপসারণ করা না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচির দিকে যাবো।' এছাড়া তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা হলেন ব্রাহ্মণ জাতি। আমরা শিক্ষার্থীরা শুদ্র। অতীতে অনেক শিক্ষক বিভিন্ন দুর্নীতি করে পার পেয়ে গেছেন, এবার কিছুতেই আমরা পুনরাবৃত্তি হতে দেব না।'

জাবি ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলা যায়। কিন্তু জাবির অতীত ইতিহাস শিক্ষকদের পক্ষে থাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া মূলত প্রশাসনকে চাপে রাখার কৌশল। বিষয়টি নিয়ে কথা হয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান চৌধুরী কিবরিয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের যা করণীয় তা আমরা করেছি। প্রাথমিকভাবে আমাদের তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার কথা থাকলেও বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে একবারে চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তদন্ত কমিটির সদস্য, বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

আন্দোলনের শুরুর দিকে ২১ তারিখ শিক্ষার্থীরা উপচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। ২২ তারিখ বিভাগীয় বৈঠকের পর ২৩ তারিখ ছিল শুক্রবার। ২৪ তারিখ সিন্ডিকেট মিটিং করে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত দেয় এবং ৬ সদস্যের চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিবিড় প্রকৃতি এবং শ্যামল ছায়ায় ঘেরা জাবি ক্যাম্পাস। তাই অনেকের ধারণা, ক্যাম্পাসের এমন পরিবেশ সহজেই প্রেম জাগিয়ে তোলে। তাই বলে সেই প্রেম কি কামের দিকে নিয়ে যায় জাবির পরিবেশ? তানভীর সিদ্দিকী কি পরিবেশের শিকার? নাকি তানভীর সিদ্দিকীদের শিকারে পরিণত হচ্ছে জাবির পরিবেশ। অনেকেই সেই সেঞ্চুরী করা মানিকের পুনর্জন্ম বা জাতিস্মর হিসেবে দেখছেন তানভীর সিদ্দিকীকে। শিক্ষকরা সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তাই একজন শিক্ষকের জন্য শিক্ষককুলের কলঙ্কের প্রশ্ন উঠুক এটা কারোই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এবং শিক্ষকদের সম্মানের স্বার্থেই বিষয়টির সুষ্ঠু এবং জরুরী তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আর তদন্তে যদি অভিযুক্ত শিক্ষক দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি কার্যকর করা দরকার। এতে করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার পরিবেশ ফিরে পাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অক্ষুণ্ন থাকবে।

'তানভীর সিদ্দিকী সেক্সমেনিয়ায় আক্রান্ত'

তানভীর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা যেসব অভিযোগ করেছে তাতে তার অনেকগুলো আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। এসব আচরণগুলো নিয়ে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় একজন মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সাইকোথেরাপি অ্যান্ড কাউন্সেলিংয়ের পরিচালক মনোবিজ্ঞানী নাজমুল হোসেন তার আচরণগুলো বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে তিনি জানান, 'তানভীর সিদ্দিকী মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি 'সেক্সমেনিয়া' সমস্যায় আক্রান্ত। এই সমস্যার ফলেই তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। সেক্সমেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা সবসময় সেক্স নিয়ে চিন্তা করেন, তারা যা-ই করেন সবকিছুর মধ্যেই সেক্স খুঁজে বের করেন।' পরিস্থিতি-চিন্তা-অনুভূতি- আচরণ। এভাবে চক্রাকারে সেক্সমেনিয়া কাজ করে বলে জানান নাজমুল হোসেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের আচরণগুলো এভাবেই চক্রাকারে কাজ করেছে। এছাড়া তিনি বলেন, 'obsessive- compulsive disorder নামক সমস্যা তার থাকতে পারে। এই সমস্যাটি হচ্ছে বাধ্যবাধকতামূলক আচরণ। সেক্সমেনিয়ায় আক্রান্তের ফলে নিয়মিতভাবে আচরণগুলো প্রকাশ পাওয়ায় এ সমস্যায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।' তিনি অভিযুক্ত শিক্ষককে একজন মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হবার পরামর্শ দেন।

ছিঃ তানভীর! টি শার্টের এই লেখা শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ